



49044 - বহুববাহরে হুকুম ও শর্ত

প্রশ্ন

বহুববাহরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের জন্য বহুববাহ বৈধ করেছেন। তিনি তাঁর মহান কতিবাবে বলেছেন: “তোমরা যদি এতমি ময়েদে (বিয়ে করার) ক্ষমতের সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে (সাধারণ) নারীদের মাঝে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুইজন, তিনজন কথিবা চারজনকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারো। কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে অথবা নিজদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (রাখতে পারবে)। এটা তোমাদের অবচার না করার নকিটতর।” [সূরা নসি: ৩]

বহুববাহরে বৈধতার পক্ষে এটি দ্ব্যর্থহীন দলীল। ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষ এক, দুই, তিন বা চার বিয়ে করতে পারবে। চারের বেশি বিয়ে করা তার জন্য বৈধ না। মুফাসসরিগণ ও ফকীহগণ এই কথা বলেছেন। এই ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে; এতে কোনোটো মতভেদে নাই।

তবে জানতে হবে যে বহুববাহরে কিছু শর্ত আছে:

১- ইনসাফ করা।

কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: “কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে।” [সূরা নসি: ৩] উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় বহুববাহরে জন্য ইনসাফ করা শর্ত। ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করলে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে তার জন্য একের অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এখানে ইনসাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভরণ-পোষণ, জামা-কাপড়, রাত্রিযাপনসহ স্বামীর সামর্থ্য ও সাধ্যের মাঝে থাকা বস্তুগত সকল কিছু।

কিন্তু ভালোবাসার ক্ষমতের ইনসাফের দায়িত্ব নাই। তার কাছ থেকে এটা চাওয়াও হবে না। কারণ এটা করা তার পক্ষে সম্ভব না। আর এটাই আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ: “তোমরা চাইলেও নারীদের (তোমাদের স্ত্রীদের) প্রতি যথাযথ ন্যায়বিচার করতে



পারবে না।”[সূরা নসি: ১২৯] অর্থাৎ অন্তররে ভালবাসার ক্ষমতেরে।

২- স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ দায়ের ক্ষমতা থাকা:

এর পক্ষদে দলীল হল আল্লাহর বাণী: “যারা বয়দে করার সামর্থ্য (মোহরানা ও খরচাদা) রাখদে না তারা যদে চরত্ৰ পবত্ৰ রাখদে, যতক্ষণ না আল্লাহ নজি অনুগ্রহদে তাদরেকে সচ্ছল করে দদে।”[আন-নূর: ৩৩] আল্লাহ তায়াদা এই আয়াদে ববাহ করার শারীরকি ক্ষমতা আছে; কনিতু সামর্থ্য নহে, বয়দে করা যার পক্ষদে অসম্ভব হয়দে পড়ছেদে, এমন ব্যক্তকিদে চরত্ৰ পবত্ৰ রাখার নরদশে দয়িছেদে। ববাহ করা অসম্ভব হওয়ার অন্যতম কারণ হল: ববাহরে জন্য মোহরানা না পাওয়া এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণরে সামর্থ্য না থাকা।”[আল-মুফাস্সাল ফি-আহকামলি মারআ: (৬/২৮৬)]।

একদল আলমে মনদে করদে এক স্ত্রীতদে সীমতি থাকার চাইতদে বহুববাহ উত্তম। শাইখ ইবদে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজিঞাসা করা হয়ছেলি: ‘ববাহরে ক্ষতেরে মূল অবস্থা কি বহুববাহ; নাকি এক স্ত্রীকদে ববাহ করা?’ তনিত উত্তর দদে: “বহুববাহ করতদে সক্ষম এবং যুলুম করার আশঙ্কা করদে না এমন ব্যক্তকিদে ক্ষতেরে একাধকি বয়দে করা শরয়ী বধিান; যহেতু এতদে প্রভূত কল্যাণ নহিতি; যমেন- এর মাধ্যমে ব্যক্তকিদে নজিরে লজ্জাস্থানরে পবত্ৰতা, যাদরেকে সদে ববাহ করদে তাদরে চারত্ৰকি পবত্ৰতা ও তাদরে প্রতী অনুগ্রহ সাধতি হয়, বংশধর বৃদ্ধি পায় যার ফলে উম্মাহর সদস্য সংখ্যাও বাড়দে এবং এক আল্লাহর ইবাদতকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এ অভমিতরে সপক্ষদে প্রমাণ হল আল্লাহর বাণী: “তদেমাযা যদি এতমি ময়েদরে (বয়দে করার) ক্ষতেরে সুবচার করতদে না পারার আশঙ্কা করদে, তাহলে (সাধারণ) নারীদরে মাঝে তদেমাযদে পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কথিবা চারজনকদে পর্যন্ত বয়দে করতদে পারদে। কনিতু যদি (একাধকি স্ত্রীর সাথে) সুবচার করতদে না পারার আশঙ্কা করদে, তাহলে মাত্র একজনকদে (বয়দে করতদে পারবে) অথবা নজিদরে অধিকারভুক্ত দাসীদরে (রাখতদে পারবে)। এটা তদেমাযদে অবচার না করার নকিততর।”[সূরা নসি: ৩]

এবং যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধকি বয়দে করছেলিদে। আর আল্লাহ সুবহানাহু বলদে: “তদেমাযদে জন্য রাসূলেরে মাঝে উত্তম আদর্শ রয়ছে।”[সূরা আহযাব: ২১]

তাছাড়া জনকদে সাহাবী যখন বলল: ‘আমি কখনদে গশেত খাব না।’ আরকেজন বলল: ‘আমি সবসময় নামায পড়ব; ঘুমায না।’ অন্যজন বলল: ‘আমি কখনদে নারীদরে ববাহ করব না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছদে যখন এই খবর পৌঁছল তখন তনিত মানুষদরে সামনে খুতবা দয়িদে আল্লাহর প্রশংসা করদে বললদে: “তদেমাযা নাকি এমন-এমন বলছে। আল্লাহর কসম! আমি তদেমাযদে মধ্যদে আল্লাহকদে সবচয়ে বশেী ভয় করি ও আল্লাহর প্রতী তদেমাযদে চয়ে বশেী মুত্তাকী। কনিতু আমি রোযা রাখি ও রোযা ছাড়ি, নামায পড়ি ও ঘুমাই এবং নারীদরেকে ববাহ করি। অতএব, যদে ব্যক্ত আমার সুন্নাহ থকদে মুখ ফরিয়দে নয়ে সদে আমার আদর্শধারী নয়।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে এ বাণী একজন স্ত্রী ও একাধকি নারী সবার ক্ষতেরে সার্বকি।”[মাজল্লাতুল



বালাগ, (সংখ্যা: ১০১৫) ফাতাওয়া উলামাইল বালাদলি হারাম: (পৃ. ৩৮৬)]